৭ম পাঠ

নেতারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন

"আমরা একটি বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখা-সম্মুখীন হচ্ছি। সমগ্র বিশ্বব্যাপী দারুন সামাজিক পরিবর্তন এবং গণ-গোষ্ঠীর আন্দোলন। গ্রামাঞ্চল থেকে লোকেরা শহরে চলে আসছে। লোকেরা উন্নততর জীবনের খোঁজে দেশত্যাগ করছে। অনেকে যারা আমাদের এখানে আসছে তাদের সঙ্গে আমাদের ভাষাগত ও কৃষ্টিগত পার্থক্য রয়েছে। ন-খ্রীষ্টিয় জন-গোষ্ঠীর লোকেরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করছে এবং আমাদের মধ্যে বাস করতে চাচ্ছে। এই শহরের অদূরে একটি বিরাট গোষ্ঠী যারা এখানে বাস করতে এসেছে, তারা এখনও সুসমাচারের বাক্য শোনে নাই। তাদের মধ্যে নতুন বিশ্বাসীদের উপাসনা করার মত কোন স্থান নাই। যানবাহনের অভাবে তারা আমাদের মণ্ডলীতে যোগ দিতে পারছে না, কিন্তু আমি মনে করি তাদের জন্য আমাদের কিছু করার দায়িত্ব রয়েছে। তাদের এলাকায় একটি গির্জাঘর নির্মাণ কল্পে, তাদের সাহায্যার্থে আমি আমাদের মণ্ডলীর আয়ের কিছু অংশ পৃথক করে রাখা উচিৎ বলে মনে করি। আমি আপনাদের অনেকের কাছ থেকে আশা করি যে আপনারা কেউ কেউ সেই মণ্ডলীর পক্ষে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের এই কাজ শুরু করতে সাহায্য করবেন।"

একজন পালকই প্রকৃতপক্ষে এই কথা বলেছিলেন। তিনি বিশ্বাসীদের একটি সভার আয়োজন করে ঈশ্বর তার হৃদয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে যে প্রকল্প রেখেছেন তার প্রতি সমর্থন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। কোন কোন লোক ইহার বিরোধিতা করতে শুরু করলেন।

"কিন্তু আমাদের নিজস্ব খরচ বহন করতে আমাদেরই খুব কষ্ট হচ্ছে।" কি করে আমাদের মণ্ডলীতে আমরা যে আশীর্বাদ পাচ্ছি এবং যে সহভাগিতা আমাদের মধ্যে রয়েছে তা ত্যাগ করে ঐ

"আমি এই নতুন প্রকল্পকে সাহায্য করবো"

লোকদের সঙ্গে মিশ্‌বো ? তাছাড়া আমাদের মণ্ডলীর জন্য আমাদের যথেষ্ট কার্যকারী নাই। তাই আমাদের জন্য কি এই ধরনের প্রতিবেশী-সুলভ মনোভাব বিপজ্জনক নয় ?"

তারপর একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে সুস্পষ্টভাবে বললেন, ভাই ও বোনেরা, "আমি মনে করি আমাদের মণ্ডলীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের মনোভাব অবশ্যই পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমরা তৃপ্ত ও সুখী ব্যক্তি হতে পারবো না। শান্তি-প্রিয় ঈশ্বরের সম্প্রদায় হিসাবে, এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য আমাদের আছে। যখন মণ্ডলী আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটাচ্ছে, তখন আমাদের অবশ্যই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে কাজ করতে হবে, যাতে আমাদের ভালবাসার ফল আমরা অন্যের কাছে পৌঁছাতে পারি। আমি এই নতুন প্রকল্পকে সাহায্য করবো।

বর্তমান সময়ে আমাদের খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এই ধরনের অবস্থা বিরাজ করছে এবং কোন কোন খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির জন্য ইহা একটি উত্তম উদাহরণ ঃ যেখানে রয়েছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করে তা প্রতিষ্ঠিত করার সদিচ্ছার প্রয়োজন। বাইবেল থেকে এই সকল বিষয় আমরা দেখবো এবং ইষ্টেরের চরিত্রের আলোকে এই সমস্ত নীতিগুলো পরীক্ষা করে দেখবো।

পাঠের খসড়া ঃ

ইন্টের—একজন ইচ্ছুক নেতা।
নেতা লক্ষ্যের নীতিসমূহ উপলব্ধি করেন।
নেতা দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ ইন্টেরের পুস্তকের আলোকে নেতৃত্বের নীতিসমূহ বর্ণনা করতে ও তার প্রয়োগ করতে পারবেন।

★ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ চিহ্নিত করে তার গুরুত্ব ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ দায়িত্ব ও বাস্তবতা এই দুইটি ধারণার উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ দেখাতে সক্ষম হবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। ইন্টের পুস্তকটি পাঠ করুন। যদিও এই বইটির সহিত আপনি পরিচিত তবুও আবার পড়ুন, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে—যাতে নেতৃত্বের সহিত জড়িত সমস্ত নীতিসমূহ খুঁজে পান। বইটি পড়ার সময় প্রয়োজন বোধে আপনি কিছু নোট করতে পারেন।

২। মূল-শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। যদি সেগুলির সহিত আপনি পরিচিত না হন তবে পরিভাষা দেখুন।

৩। সাধারণ নিয়মেই পাঠের বিস্তারিত বিবরণ যত্নের সহিত পাঠ করুন এবং পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। পাঠটি শেষ করে আপনার নিজের পরীক্ষা নিন এবং প্রশ্নের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

কৌশল	স্বার্থান্বেষী	স্বর্ণদণ্ড	অভিষ্ট
স্বতন্ত্র	নিয়মানুবর্তিতা	প্রকল্প	বিচ্যুতি
পিতৃব্য	কৌতূহল পূর্ণ	বিড়ম্বনা	অজুহাত
পোষ্যপুত্রী			

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

এই পাঠের শুরু থেকেই আমরা নেতৃত্ব বিষয়ক প্রধান তিনটি ধারণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। তার মধ্যে রয়েছে ঃ যারা পরিচালনা দেন, যারা অনুসরণ করেন ও তাদের কার্যের লক্ষ্য সমূহ। প্রথম খণ্ডের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল জন-গোষ্ঠী। ঐ অংশে আমাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল নেতাদের বৈশিষ্ট সমূহ ও জন-গোষ্ঠীর সহিত তাদের সম্পর্ক। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু ছিল ঃ জন-গোষ্ঠীর কার্যাবলী। আমরা নেতৃত্বের সহিত জড়িত কার্যাবলীর ও ইহার কৌশলাদির সম্পর্কে বিবেচনা করেছি। আমরা তৃতীয় খণ্ডে কার্যের লক্ষ্য সমূহ বিবেচনা করবো। এই পাঠে আমরা কার্যের বৈশিষ্ট ও লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করবো। অষ্টম পাঠে আমরা শিখবো পরিকল্পনা ও কার্যের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সমূহকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়। নবম পাঠে আমরা বিবেচনা করবো, কিভাবে জন-গোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করতে হয় এবং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

যদিও জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে জন-গোষ্ঠীর ধারণা সমূহ, কার্যাবলী ও তার লক্ষ্য সমূহকে পৃথক করা সম্ভব নয়। ইন্টেরের গল্পের আদর্শ থেকে দেখবো কিভাবে এদের তিনটি বিষয় সম্পর্কযুক্ত ও ঘনিষ্ট।

ইষ্টের একজন ইচ্ছুক নেত্রী ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট, কার্যসমূহ ও তার লক্ষ্যসমূহের চিহ্নিত করতে পারা।

বিভিন্ন ভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র নিজেদেরকে নেতৃত্বের স্থানে দেখতে পান। প্রায়শঃই একটি দলের প্রয়োজনের খাতিরেই একজন নেতার আবির্ভাব হয়ে থাকে। নেতাকে অনুসরণ করলেই দলীয় প্রয়োজন মিটবে এই বিশ্বাসে অনেকেই নেতাকে অনুসরণ করে থাকে। একজন নেতার অবশ্যই একটি লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন (হয়তো একটি সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন) কি ধরনের সমস্যার জন্য কি ধরনের নেতার প্রয়োজন তা বিবেচনা করা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এই একটি

মাত্র কারণেই নেতৃত্বের বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত নিয়ম নেই। দৃশ্যতঃ অনেক নেতাদের মধ্যে একই ধরনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, কিন্তু বাইবেলের উদাহরণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখেছি।

ইস্টেরের ঘটনায় একটি বিশেষ প্রয়োজন মিটাবার জন্য তিনি নেত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই বইটি একটি বর্ণনাত্মক সমস্যার পরিস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় যে সমস্ত অসাধারণ ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে কি আপনি ভাবতে পারেন ?

যখন রাজা অহশ্বেরশ প্রতাপান্বিত রাজ্যের ঐশ্বর্য এবং মহত্বের গৌরব প্রদর্শন করেছিলেন তখন তার স্ত্রী বশ্তীর রাণী তাকে অমান্য করেছিলেন। রাজা তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য, তার স্ত্রীকে ত্যাগ করার কথা জনসমক্ষে ঘোষণা করলেন এবং রাণীকে তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করলেন।

ঐ সময়ে রাজার কোন বিজ্ঞপ্তি, প্রথানুসারে আইনরূপে চির-দিনের জন্য কার্যকরী হোত, সে আইনকে স্বয়ং রাজা নিজেও পরিবর্তন করতে পারতেন না। রাজা তার স্ত্রীর সহভাগীতা থেকে বঞ্চিত হলেন। তিনি তার রাজকীয় ঘোষণার দ্বারা সীমিত, তাই তিনি আর রাণীকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। তাহাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যেন রাজা তার সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী একটি কুমারী রমনীর দ্বারা রাজপ্রাসাদের এই রাণীর স্থান পূর্ণ করেন। তাহাকে একটি সুন্দরীদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন নতুন রাণী মনোনীত করতে হবে।

রাজার প্রজাবৃন্দের মধ্যে অনেক নির্বাসিত যিহূদী লোক ছিল। তাদের অনেকেই বন্দীদশার মধ্যে তাদের জীবনকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল এবং তাদের চরিত্র ও কর্মদক্ষতার ফলে তারা নেতৃত্ব গ্রহণের স্থানও লাভ করেছিলেন, মর্দ্দখয় যিনি তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। ইস্টের তার পিতৃব্যের কন্যা, বাবা-মা মারা যাওয়ার পর তিনি তাকে পোষ্যপুত্রী করে পালন করেছিলেন। তিনি সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন।

রাজার সম্মুখে নিয়ে আসার জন্য সুন্দরী কুমারী কন্যা-রূপে ইস্টেরই মনোনীত হয়েছিলেন। মর্দ্দখয় তাকে তার যিহূদী পরিচয় দিতে বারণ করেছিলেন। রাজাও তার জাতি ও গোত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নাই। রাজা তার ব্যবহার ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি অন্যান্যদের তুলনায় তাকে বেশী পছন্দ করলেন এবং রাণী হবার জন্য তাকেই পছন্দ করলেন। রাজা তাকে রাজ-রাণী রূপে প্রাসাদের পরিচ্ছদ, রাজমুকুট ও তার সেবা করার জন্য দাস-দাসী ও রাজকীয় প্রাসাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এবং তার মর্যাদা স্বরূপ সমস্ত ভোগ বিলাসের বন্দোবস্ত করলেন।

তখন রাজদরবারে কর্মচারীদের মধ্যে হামন নামে একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন যিনি গর্ব্বিত, স্বার্থান্বেষী এবং যিহূদী-বিদ্বেষী ছিলেন। মর্দ্দখয় তার সামনে প্রণিপাত না করায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। হামন তিক্ত অভিযোগপূর্ণ ভাবে বললেন "তিনি শুধুমাত্র আমাকেই অপমান করেন নাই" কিন্তু তিনি ঐ সমস্ত যিহূদীদেরও একজন আমি তাকে ও তার সহিত লোকদের সমুচিৎ শাস্তি দেবার উপায় খুঁজবো।"

হামন রাজাকে একথা বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে যিহূদীরা খুবই ভয়ঙ্কর এবং সমস্ত সমস্যার কারণ। তিনি তাকে বললেন তারা রাজকীয় শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, তাদের বিলুপ্ত করা উচিৎ। এই ধরনের একটি আদেশ জারী করার জন্য তিনি রাজাকে পীড়া-পীড়ি করলেন এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত যিহূদীদের হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

যখন মর্দ্দখয় এই সমস্ত কথা শুনলেন তখন তিনি বুঝলেন যে একমাত্র সম্ভাব্য একটি উপায়েই এই যিহূদীদের রক্ষা করা যায়। সম্ভবতঃ যদি রাজা জানেন এই মৃত্যুর আদেশ তার রাণীর জন্য প্রযোজ্য তাহলে হয়তো তিনি তাকে এবং যিহূদীদের রক্ষার জন্য কিছু করবেন। এই মুহূর্তের জন্য রাণীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই প্রয়োজন মিটাবার স্থানে রয়েছেন। সুতরাং মর্দ্দখয় ইস্টেরকে রাজার সম্মুখে গিয়ে এই সমস্ত যিহূদীদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে বললেন।

কি করে তিনি এ কাজটি করতে পারেন? মর্দ্দখয় নিশ্চয়ই জানতেন রাজার আমন্ত্রণ ব্যতিরেকে কেহ রাজার কাছে যেতে পারেন না। তখন একটি কঠোর আইন ছিল যদি কোন ব্যক্তি এই আইন লঙ্ঘন করে তবে রাজার সৈন্যেরা তাকে ধরে মৃত্যু দণ্ড দান করবে। এই আইনও পরিবর্তনীয় ছিল না আবার যিহূদীদের হত্যা করার এই আদেশও বাতিল করা সম্ভব ছিল না। এই মুহূর্তে তিনি কি করতে পারেন? যদিও রাজা ইচ্ছা করেন, যে ব্যক্তি তার কাছে অগ্রসর হবেন তিনি তার প্রতি রাজকীয় স্বর্ণদণ্ড প্রসারিত করতে পারেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ভয়ানক ব্যাপার। ইষ্টের মর্দ্দখয়কে বলেছিলেন "তুমি আইন-কানুন জান" এবং রাজা আমাকে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ডাকেন নাই।

তখন মর্দ্দখয় ইষ্টেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি একজন যিহূদী। "যেহেতু তুমি রাণী সেই কারণে তুমি রক্ষা পেতে পারবেনা" এখন যদি তুমি এই লোকদের সাহায্য করো তাহলে তুমি নিজেকেও সাহায্য করছো। হয়তো তোমাকে এই বিশেষ সময়ের জন্য এই রাজকীয় অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

ইষ্টের নামের অর্থ নক্ষত্র—ইহা জানা আমাদের জন্য কৌতুহলপূর্ণ। তিনি আজ এই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত যেহেতু ঈশ্বর তাকে গুণাবলী এবং রূপ দিয়েছেন। কিন্তু ইষ্টেরের জন্য ও যারা ঈশ্বর কর্তৃক আহুত তাদের জন্য এই ধরনের পদমর্যাদা ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও ভোগ বিলাসের জন্য নয়। তিনি নিজে একাকী নক্ষত্র হতে পারেন না। তাহার এই পদমর্যাদা তার লোকদের মঙ্গলার্থে। একজন প্রকৃত নেত্রী হতে এই মুহূর্তে ইষ্টের মনোনয়ন নিলেন। তিনি সম্মতি জানিয়ে বললেন "তাহা ব্যবস্থা বিরুদ্ধ হইলেও যাইব, আর যদি বিনষ্ট হইতেও হয়, হইব। আমার সিদ্ধান্তের ফল আমি গ্রহণ করবো।"

ইষ্টেরের শুধুমাত্র যে নেতৃত্বের কিছু গুণাবলী ছিল তা নয়, কিন্তু তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি একজন নেত্রীরূপে কাজ করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যেই তার হৃদয়ে একটি পরিকল্পনা গঠিত হয়েছিল এবং তিনি সমস্ত লোকদের এ বিষয়ে জড়িত থাকার প্রয়োজন বোধ করলেন।

লোকদের পূর্ণ সমর্থন তার প্রয়োজন ছিল। তিনি লোকদের তিন দিন উপবাস করার অনুরোধ করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে তার পরিবারবর্গও তাদের সঙ্গে উপবাস করবেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে এই বিষয়ের উল্লেখ করলেন।

ঐ তিন দিনে উপবাস ছাড়াও ইস্টের আরো কিছু করলেন। তিনি দ্রুত পরিকল্পনা ও তার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি কতগুলি পদ্ধতির পরিকল্পনা করলেন। তিনি চিন্তা করলেন রাজা ও হামনকে তার সঙ্গে খেতে অনুরোধ করবেন যেন, তিনি একটি উপযুক্ত সময় এবং পরিবেশে তাদের তার অনুরোধ জানাতে পারেন। যতদূর সম্ভব তিনি রাজ আজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন এবং রাজাকে সমস্যাটি সমাধান করার জন্য চিন্তা করতে সুযোগ দিবেন। তিনি তার দাস-দাসীদের ভোজসভা প্রস্তুত করার জন্য নিযুক্ত করলেন।

পরে তৃতীয় দিবসে তিনি তার রাজকীয় বস্ত্র পরিধান করে রাজার গৃহের ভিতরে তার সামনে গেলেন। তিনি সাহসিকতার সহিত এবং সম্পূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ ভাবে কাজ করলেন। তিনি নিজেকে এমন একটি স্থানে দাঁড় করালেন যে রাজার আদেশ অমান্য করার জন্য তার মৃত্যু দণ্ড ও হতে পারে। যেহেতু তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যপূর্ণ ছিল তাই তিনি এই কাজ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। তথাপি, অ-হেতুক কেউ যেন বিঘ্ন না পায় সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন। অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সঠিক বস্ত্র পরিধান করেছিলেন এবং গ্রহণযোগ্য ভাবে তিনি তার কথা বলেছিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তার লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন, নম্রতায় তিনি বিজয়িনী হয়েছিলেন ও তিনি রাজকীয় স্বর্ণদণ্ডকে স্পর্শ করেছিলেন।

যুক্তিসঙ্গতভাবে ইস্টের তার পরিকল্পনার অনুসরণ করেছিলেন। তিনি তার লোকদের জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে চিৎকার করেন নাই, কিন্তু রাজাকে অনুরোধ করেছিলেন তার সঙ্গে ভোজে মিলিত হতে, যেন তিনি সম্ভাব্য উপায়ে এই ব্যাপারটি রাজার কাছে তুলে ধরতে পারেন। আস্তে আস্তে তিনি রাজাকে পরিস্থিতি বুঝাতে চেষ্টা করেছেন এবং যিহূদীদের পক্ষে তার কাছে বিশেষ অনুরোধ করেছেন।

১। নিম্নের প্রতিটি বাক্য নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ইস্টেরের নেত্রীত্বের বৈশিষ্ট, কাজ ও লক্ষ্যের সহিত সম্পর্ক যুক্ত। ডান পার্শ্বের সঠিক সংখ্যাটি বাম পার্শ্বের সম্পর্ক যুক্ত বিষয়টির পার্শ্বের শূন্যস্থানে বসান।

..... ক) তিনি চেয়েছিলেন যেন তার লোকেরা রক্ষা পায়।	১। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট
.....খ) তিনি উদ্দীপ্ত ও সাহসিক ছিলেন।	২। কাজ
.....গ) তিনি রাজাকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন।	৩। লক্ষ্য
.....ঘ) তিনি পূর্বেই সভার পরিকল্পনা করেছিলেন।	
..... ঙ) তিনি সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশ সমূহ দিয়েছিলেন।	
..... চ) তিনি সৌহার্দপূর্ণ ও অনুগ্রহপূর্ণ ছিলেন।	
..... ছ) তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।	
.....জ) তিনি যুক্তিসংগত ও পদ্ধতিগত ছিলেন।	

নেতা লক্ষ্যের নীতিসমূহ উপলব্ধি করেন ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও কার্যকরী লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারা।

ইতিমধ্যে সমাপ্ত ১ম করণীয় কাজ আবার দেখুন। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে ইস্টের চেয়েছিলেন যেন তার লোকেরা রক্ষা পায়, রাজাকে পীড়াপীড়ি করার প্রয়োজন, এই দুইটিই ছিল তার লক্ষ্য। এই দুইটি বিষয় কিভাবে অভিন্ন? দুইটি বিষয়ের মধ্যে এমন কোন্ মিল রয়েছে যাতে করে উভয়কেই লক্ষ্যরূপে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। আপনারা লক্ষ্য করুন, উভয়ই আকাঙ্খিত ফলশ্রুতি অথবা কোন্ ধরনের শেষ ফল, যার উদ্দেশ্যে আমরা কাজ করি। কিভাবে এই দুইটি লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? যখন আমরা ইস্টেরের ঘটনার কথা স্মরণ করি তখন আমরা এই পার্থক্য দেখতে পাই। ইস্টের যা কিছু করেছেন তার একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল, যেন তার লোকেরা মুক্তি পায়। এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সে রাজাকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন যেন লোকদের তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গিয়ে তাকে অন্যান্য সাহায্যের মাধ্যমে অন্য সকল লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়েছে। আমাদের খ্রীষ্টিয়

পরিচর্যার লক্ষ্য আত্মিক ও অত্যন্ত ব্যাপক। ইহাকে আমরা প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য বলে অভিহিত করি। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে খ্রীষ্টের জন্য এই পৃথিবীকে জয় করা। প্রতিটি খ্রীষ্টিয়ান দলের অথবা প্রকল্পের প্রতিষ্ঠানিক কতগুলি লক্ষ্য থাকে। এই লক্ষ্যগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা কার্যকরী কিছু লক্ষ্য স্থির করি, যেগুলোকে আমরা হয়তো উদ্দেশ্য বলতে পারি।

আবার লক্ষ্য করুন ইষ্টের কিভাবে একটি লক্ষ্য থেকে অন্য আর একটি লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। তাঁকে রাজার অনুমোদন লাভ করতে হয়েছিল। ইষ্টেরের নিশ্চিত হবার প্রয়োজন ছিল যে তিনি সম্পূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন, যাতে তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন। যেহেতু তিনি পূর্বের আজ্ঞাকে অমান্য করতে পারেন না, তাই নিয়ম রক্ষা করে একটি পথ খুঁজতে হবে যার দ্বারা তিনি যিহূদীদের রক্ষা করতে পারবেন। যখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে যিহূদীরা নিজেদের জন্য আত্মরক্ষা করতে পারবে, সেই ক্ষেত্রে রাজার সম্মানকেও রক্ষা করা হয়েছিল। যেহেতু তার একটি সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল যা তিনি নিজের জন্য স্থাপন ও তার সহকর্মীদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল। যখনই প্রতিটি লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখনই তিনি তার প্রকৃত লক্ষ্য অথবা প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

২। এই পাঠের প্রথমেই যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে তার কথা চিন্তা করুন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কি প্রকারের নেতৃত্বের প্রয়োজন ?.....
.....

৩। কিভাবে একজন পালক মর্দ্দখয়ের অনুরূপ ?.....
.....

৪। মনে করুন লোকেরা পালক কর্তৃক উত্থাপিত প্রকল্পের জন্য কাজ শুরু করেছেন। আপনি তাদের জন্য কি ধরনের প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য লিখতে পারেন ? .....
.....
.....

৫। মনে করুন আপনিই সেই যুবক যিনি এই নেতৃত্বের স্থান গ্রহণ ক'রে এই প্রকল্পটি শুরু করবেন। দুইটি উদ্দেশ্য লিখুন যেগুলো লক্ষ্যের অভিমুখে পৌঁছাতে গিয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।.....
.....
.....

উদ্দেশ্যসমূহ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

লক্ষ্য ৩ঃ উদ্দেশ্যসমূহ ও লক্ষ্যের ফলাফলগুলি সনাক্ত করতে পারা।

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার লক্ষ্য অথবা প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য দৃশ্যতঃ সুস্পষ্ট, অনেক নেতারাই তাদের লক্ষ্য সমূহ সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন না। তাহারা হয়তো মনে করেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা এবং আত্মাগণকে জয় করাই সুনির্দিষ্ট কাজ এবং ইহাই যথেষ্ট। হয়তো কেউ কেউ তাদের লক্ষ্য সমূহ সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে ইতস্ততঃ বোধ করেন, কারণ তারা আত্মার পরিচালনার জন্য নিজেদের হৃদয়কে খোলা রাখতে ইচ্ছা পোষণ করেন। তথাপি পরিকল্পনা করার পাঠে আমরা দেখেছি এবং শিখেছি যে একজন ভাল নেতা হিসাবে পরিকল্পনার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমাদের অবশ্যই আত্মিক পরিচালনার অন্বেষণ করা উচিৎ। যখন লোকেরা তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে অবগত হন, তখন তাহারা ভালভাবে এবং আনন্দের সহিত তাদের কাজ করেন। এই ক্ষেত্রে মণ্ডলীর নেতৃত্ব দানে নেতারা ব্যর্থ হন এবং তাদের কাজে অশান্তি ও পরাজয় ঘটে, কিন্তু নেতা হিসাবে আপনি আপনার উদ্দেশ্যকে সুনির্দিষ্ট ভাবে জেনে সেগুলির প্রভাব আপনার লোকদের উপর ফেলতে পারেন।

১। উদ্দেশ্যসমূহ সময়, শক্তি ও সম্পদ রক্ষা করতে সাহায্য করে ঃ উদ্দেশ্যসমূহ সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশ করে আমরা কোন অপচয় ও বিড়ম্বনা ছাড়া সোজাসুজি ভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনে আমাদের সম্পদকে ব্যবহার করতে পারি। কোন উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কোন কাজকে আমরা ভুলে যেতে পারি, আবার কিছু কিছু কাজ পুনর্বার

করতে পারি। যেগুলোর প্রয়োজন নেই এমন অনেক কাজে অর্থ ব্যয় হতে পারে, পক্ষান্তরে প্রকৃত প্রয়োজন হয়তো মিটান হচ্ছে না। একজন হয়তো অনেক বেশী কাজ করছেন অন্যদিকে কেউ খুব কম কাজ করছেন।

২। উদ্দেশ্যসমূহ সহযোগীতাকে অনুপ্রাণিত করেঃ লোকেরা একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন তখনই অনুভব করে, যখন তাহারা সহযোগীতা করার একটি সুস্পষ্ট কারণ দেখতে পায়। তাহারা কোন কোন সময় সেই ধরনের নেতার প্রতি সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় যারা বলেন "এখন আসুন আমরা সবাই এ বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করি" শুধুমাত্র "একসঙ্গে কাজ করা" মনে হয় অর্থহীন, যদি নাকি তাদের পরিশ্রমের আকাঙ্খিত ফল সুস্পষ্ট না হয়।

৩। উদ্দেশ্য সমূহ মূল্যায়নের জন্য একটি ভিত্তি স্বরূপঃ কোন কাজ সঠিক ভাবে পরিমাপ করা তখনই সম্ভব যদি ইহা পরিমাপ করার কোন পদ্ধতি থাকে। যদি কাজের ফল মূল্যায়ন করা না হয় তবে লোকেরা অত্যন্ত নিম্নমানের কাজেই পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে। অত্যাধিক ব্যস্ত থাকায় কি কাজ সম্পাদিত হয়েছে সে সম্পর্কে তারা জানেও না। যদি কাজের পূর্বেই এর লক্ষ্য সমূহ উল্লেখ করা থাকে, তাহলে ইহার পরিমাপ করতে পারি। এই ভাবে আমরা আমাদের কার্যকারীদের কাজের মান উন্নয়নে সাহায্য করতে পারি অথবা অন্যদিকে কত সুন্দর ভাবে কাজটি করা হয়েছে সেজন্য তাদের পরিতৃপ্তি দান করতে পারি। সংগঠনের দুর্ব্বল দিকগুলো এইভাবে আমরা বুঝতে পারি এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক সেগুলোর জন্য আমাদের পরিশ্রম ব্যয় করতে পারি।

৪। বরদান ও যোগ্যতা প্রকাশে উদ্দেশ্য সাহায্য করেঃ যখন আমরা আমাদের আকাঙ্খিত লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে থাকি, তখন লোকেরা এই কাজ সম্পাদনের জন্য কি ধরনের বরদান ও যোগ্যতার প্রয়োজন তাহা সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তখন তাদের নিজেদের ও অন্যান্যদের যোগ্যতা ও বরদান, প্রস্তাবিত কাজের পক্ষে কতটা সংগতিপূর্ণ তা বুঝা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ ইন্টের

তিনি যা করেছেন, তা যে তিনি করতে পারবেন সে'কথা হয়তো তিনি কখনও ভাবেন নাই, যে পর্যন্ত না তিনি তাদের প্রয়োজনের কথা অবগত হয়েছেন। যখন আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সমূহের কথা চিন্তা করি, তখন উপযুক্ত ক্ষেত্রে যাকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে দায়িত্ব দেওয়া যায়। ফলস্বরূপ কার্যকারীরা তখন স্বেচ্ছায় কাজ করতে আগ্রহী হয় এবং নতুন নেতার আবির্ভাব হয়।

৬। স্টিফেন একজন কাঠ মিস্ত্রি। তিনি শুনেছেন মণ্ডলীর পালকের একটি কাজে স্বেচ্ছাসেবক দরকার। নীচের কোন্ ঘোষনাটির প্রতি তিনি বেশী সাড়া দেবেন বলে আপনি মনে করেন? আপনার পছন্দ অনুযায়ী সেটির পাশে দাগ দিন।

ক) আমরা চাই আপনাদের যত জনের পক্ষে সম্ভব আসবেন এবং গির্জা ঘরটি ঠিক করবেন।

খ) ৬টি জানালার কাঠগুলি ঠিক করার জন্য আমাদের স্বেচ্ছা-সেবক দরকার।

৭। নীচের যে কোন একটি বিষয় মনোনীত করে দাগ দিন যেটি আমাদের বক্তব্যের আশাপ্রদ ফল ঃ এ সপ্তাহে পরিদর্শনের জন্য যেন আমরা দুইজন করে তিনটি দল পাই, যারা সপ্তাহে পাঁচবার করে পরিদর্শন করবেন।

ক) সহযোগীতাকে অনুপ্রাণিত করা।

খ) অর্থ জমান।

গ) পরিমাপের জন্য একটি ভিত্তি রচনা করা।

৮। আমাদের প্রধান আলোচনায় লক্ষ্যের ফলাফল সমূহকে সুস্পষ্ট ভাবে যে বাক্য প্রকাশ করে সেটিকে চিহ্নিত করুন ঃ

ক) লক্ষ্য সমূহ উল্লেখ করার প্রধান ফল হচ্ছে অল্প সময়ে অধিক কাজ করান।

খ) লক্ষ্য স্থির করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে নেতার কাজ সহজতর হয়।

গ) উত্তম কার্য সাধনে সহায়ক ও লোকদের মনোভাবের প্রতি প্রভাব বিস্তার করে।

নেতারা দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ লক্ষ্য অর্জনে আত্ম-সমর্পণ কিভাবে মুক্তি আনয়নে সক্ষম হতে পারে তার উদাহরণগুলি সনাক্ত করতে পারা।

আপনি ইতিমধ্যেই যে প্রশ্নের উত্তর শেষ করেছেন, তার মধ্যে আশা করি উত্তর "খ" কে মিথ্যারূপে আপনি চিহ্নিত করেছেন। আপনার নিজের ও সহকর্মীদের জন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে ঠিক করা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। ইহা কঠিন, যেহেতু ইহার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত সততা ও যে কোন মূল্যে দায়িত্ব গ্রহণের সদিচ্ছা।

আমাদের সেই শহরের মণ্ডলীর উদাহরণটির কথা স্মরণ করুন। পালক বলেছেন যে তিনি "দায়িত্ব" অনুভব করেন। তিনি মণ্ডলীর কিছু আয়ের অংশ ও ত্যাগ-স্বীকার করতে রাজী ছিলেন ও মণ্ডলীর কার্যকারীদের মাধ্যমে একটি মণ্ডলী স্থাপন করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তার লোকদেরও ত্যাগ-স্বীকার করতে অনুরোধ করার মাধ্যমে সমালোচনার ঝুঁকি নিতেও রাজী হয়েছিলেন। ইস্টেরের ক্ষেত্রে ঠিক একই ধরনের পরিস্থিতি ছিল। যখন মর্দ্দখয় তাকে অনুপ্রাণিত করলেন, তখন তিনি তার লোকদের জন্য দায়িত্ব অনুভব করলেন। যখন লোকেরা মণ্ডলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করেন, তখন তাদের কাছে লক্ষ্য সমূহ সোজা মনে হয় ও তখন তারা আত্ম-নিবেদন এবং দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক হন।

যেহেতু সেই যুবকটি যে স্বেচ্ছা-সেবক হিসাবে সেবা করার জন্য এগিয়ে এসেছিল, সে মণ্ডলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল। সে বাস্তবতার মুখোমুখি এবং দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়েছিল।

কি করে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় এবং দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় যার কিছু ধারণা আমাদের কাছে উইলিয়াম গ্লাসার যিনি একজন মনস্তাত্ত্বিক তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি এমন সমস্ত অসুখী লোকদের সঙ্গে কাজ করেছেন, যারা তাদের সমাজের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন না, তিনি তার অনুসন্ধানে দেখিয়েছেন যে বাস্তবতার

মুখোমুখি হতে অস্বীকার করাই তাদের ব্যর্থতার কারণ। তারা সব সময়ই রেহাই পেতে চেয়েছেন। নিজের সমস্যাকে তারা লোকদের এবং পরিস্থিতির উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন, যদি ইস্টেরের এই ধরনের মনোভাব থাকতো তাহলে তিনি একথা বলতে পারতেন "যদি আমি একজন মহিলা না হতাম, যদি রাজা এত গোড়া না হতেন" কিন্তু তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে তার যা ছিল তাই নিয়ে কাজ করেছেন।

তাই গ্লাসারের মতে সমৃদ্ধময় ও সাফল্যময় জীবনের জন্য ইহাই একমাত্র পথ। নিশ্চিত ভাবে একথা ঠিক যে ভাল নেতা হলে ইহা তাদের জন্য প্রয়োজন। গ্লাসারের পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজনের প্রশ্নে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হোল দুঃখ ক্লেশ সহ্য করার সদিচ্ছা থেকেই জীবনের পরিতৃপ্তি আসে। তিনি বলেছেন আত্ম-নিবেদনই মুক্তি নিয়ে আসে। যদি আমরা সততার সহিত প্রতিফলনের কথা বিবেচনা করি, যদি কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেই, তাহলে আমরা আত্ম-প্রত্যয় লাভ করি এবং নেতা হিসাবে আরো ফলপ্রসূ হই। খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের একটি অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে যে তারা জানেন তাদের প্রভুর উপর নির্ভরতাই তাদের আত্ম-প্রত্যয়ের একমাত্র প্রতিফলন।

৯। ইস্টেরের সেই কথাগুলি লিখুন যেগুলো আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে তিনি তার আত্ম-নিবেদনের প্রতিফলন বুঝতে পারা সত্বেও তিনি দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছিলেন .....
.....

কিভাবে এই আত্ম-নিবেদন তার পক্ষে সফলতা এনেছিল? আপনি কি মনে করেন না যে তিনি এখন তার ভয় থেকে যথেষ্ট মুক্ত? তিনি নিজেকে অজুহাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন যে তিনি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। বিশ্বাস অনুযায়ী অগ্রসর হতে তার স্বাধীনতা ছিল।

১০। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা অনুসারে কিভাবে আত্ম-নিবেদন একটি লক্ষ্যকে সাফল্য দিতে পারে। নিম্নের উদাহরণে কোনটির মধ্যে আপনি তা দেখতে পান, বিষয়টি চিহ্নিত করুন।

ক) যোহন ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে পরিচর্যার জন্য বাইবেল স্কুলে প্রবেশ করার তার সিদ্ধান্তের প্রতিফল বিবেচনা করে সর্ব্বতো-ভাবে সে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী তা প্রয়োগ করতে অগ্রসর হয়েছে। সে নিজে এখন স্থির ও আত্মপ্রত্যয়ী, এবিষয় তার জীবনে বাস্তবায়িত হবে কিনা সে বিষয়ে সে আর উদ্বিগ্ন নয়। একটি কার্যক্রম মনোনীত করে সে এখন আর সিদ্ধান্তের দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত হচ্ছে না। এখন সে তার একটি মাত্র লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে।

খ) রেবেকা আবেগ-প্রণোদিত হয়ে দ্রুত তার চাকুরী ছেড়ে দেবার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রভুর একটি ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সে বিদেশ চলে গেল। সে মুগ্ধ হয়েছিল সেই কথা চিন্তা করে যে, সে বিদেশভূমিতে কাজ করবে এবং সে সংকল্পে দৃঢ় বদ্ধপরিকর হয়েছিল যে, সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে না। সে আশা করে তার পথে সবই ঠিকভাবে কাজ করবে। সে বিশ্বাস করে যে সে যা করেছে তাতে সে প্রকৃত মুক্তির কার্যক্রম প্রকাশ করেছে।

গ) কিছুদিন ধরে ঈশ্বর টমাসের সঙ্গে পূর্ণ সময়ের জন্য খ্রীষ্টিয় পরিচর্যায় নিয়োজিত হবার জন্য তাকে আলোড়িত করছেন। কিছুদিন ধরে নিজেকে বিশেষ অন্বেষণ ও প্রার্থনার পর, সে এমন একটি নতুন স্থানে, যেখানে খুব প্রয়োজন সেখানে একটি মণ্ডলী স্থাপন করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করল। সর্ব্বদা সে ভয় করতো যে তাকে চাকুরী, ঘরবাড়ী, বন্ধু বান্ধব ছাড়তে হবে, এ সিদ্ধান্তের ফলে সে এসবের উপরে একটি মহান সিদ্ধান্ত নিল। তদুপরি সে একটি কার্যক্রমের পরিকল্পনা নিয়ে, সে নতুন শহরে একটি গির্জ্জা শুরু করলো। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সত্বেও সে উপলব্ধি করলো যে তার কার্যক্রমের উপরে ঈশ্বরের অনুমোদন রয়েছে। আশ্চর্যজনক হলেও সে তার ভবিষ্যতের প্রয়োজন, খাবারের ও নিত্য-নৈমিত্তিক জিনিষের প্রয়োজনের কথাও চিন্তা করে নাই। সে বিশ্বাস করেছিল যে ঈশ্বর তার সমস্ত বিষয় দেখবেন ও তাকে নিয়ে যাবেন।

ঘ) পরিচর্যার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের আহ্বান ও তৎপ্রতি সাড়া দেওয়ার কথা নিয়ে পিতর চিন্তা করছে। সে বিবেক ও বাধ্যবাধকতার কাছ থেকে মুক্ত হবার জন্য তার যুক্তিতে মনে করে "সে শিক্ষিত নয়, লোকেরা তাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে উচ্চ শিক্ষিত নয়, এমন কি উচ্চ শিক্ষিত লোকদের পক্ষেও একাজটি কঠিন।" সে মনে করে ঈশ্বরের পরিচর্যার ক্ষেত্রে সে কখনও ফলপ্রসূ হতে পারবে না। যদিও এপর্যন্ত সে সমস্ত কাজে সফল হয়েছে, তাই এই মুহূর্তে সে তার চিন্তাধারার পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করে না। সে নিজের মনের সঙ্গে সমঝোতা করে এই বিষয়টি ভুলে যেতে চেষ্টা করছে।

১১। সম্ভবতঃ ইহা আপনার জন্য বিবেচনা করা উপকারী হবে যে, একজন সফল নেতার ক্ষেত্রে কি ধরনের কি গুণাবলীর প্রয়োজন সে সম্পর্কে আপনার মনোভাব কি? আপনার নিজস্ব চিন্তানুসারে আপনি যেটি সঠিক মনে করেন সেখানে চিহ্ন দিন। যখন আপনি আপনার মূল্যায়ন শেষ করবেন তখন আপনার প্রতিটি উত্তরের জন্য প্রথম কলামে ৩ লিখুন দ্বিতীয় কলামে ২ এবং তৃতীয় কলামে ১ লিখুন।	১ সাধারণতঃ	২ কোন কোন সময়	৩ কদাচিৎ
যে কোন মূল্যে আপনি কি দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক?			
আপনি যাদের পরিচালনা দান করেন তাদের সহিত সম্পর্কের প্রশ্নে আপনি কি প্রকৃত সততা রক্ষা করতে ইচ্ছুক?			
আপনি যে লোকদের নেতৃত্বদান করছেন তাদের জন্য উত্তম বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার করতে ইচ্ছুক?			
আপনি কি লক্ষ্যের অভিমুখে পৌঁছাতে লোকদের সমালোচনার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত?			

	১	২	৩
আপনি কি লোকদের মণ্ডলীর আসল উদ্দেশ্য গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে ইচ্ছুক—ইহা মণ্ডলীর ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানিক পূর্ণ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতির ন্যায়ও হতে পারে।			
আপনি কি বাস্তবতার সম্মুখীন ও তাহা স্বীকার করে আপনার যা কিছু তাই নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক ?			
আপনি কি বাস্তব লক্ষ্য ও তার মান নিরূপণ করে আপনার আনুসারীদের সুনির্দিষ্ট নির্দ্দেশ দান করতে ও নিশ্চিতভাবে তাদের অগ্রসর হতে নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক ?			
যদি আপনার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে দুঃখ-ক্লেশের মধ্যে যেতে হয় সেজন্য কি আপনি তার সম্মুখীন হতে ইচ্ছুক।			
কোন কার্যক্রম গ্রহণের আগে কি আপনি তার পরিণাম সম্পর্কে সততার সহিত বিবেচনা করেন এবং আত্মপ্রত্যয় লাভ করে একজন অতীব ফলপ্রসূ নেতার মত কাজ করতে ইচ্ছুক ?			
আপনি কি একটি লক্ষ্যে পৌঁছাবার বাস্তবতা সম্পর্কে পরীক্ষা করার জন্য পরিমাপের প্রকৃত ইচ্ছা রাখেন এবং তার ফল আপনার অনুসারীদের জানান ?			
আপনি কি কাজের উপযুক্ত একটি মাপ নিরূপণ করে অজুহাত খোঁজেন, না সেই মান অনুসারে অনুসারীদের জীবন যাপন করার ইচ্ছা পোষণ করেন ?			
আপনি কি সাফল্যের ও প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার অনুসারীদের পূর্ণ মর্যাদা দিতে এবং তাদের উত্তম গুণাবলী এবং উন্নয়নের বিষয়ে ইচ্ছুক ?			

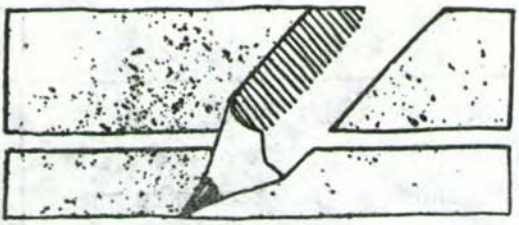

নেতা কার্যকারীদের বাস্তবতার সম্মুখীন হতে সাহায্য করেন ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ বাস্তব চিন্তা-ভাবনার প্রকৃত উক্তি মনোনীত করতে পারা।

উদ্দেশ্যসমূহকে অবশ্যই বাস্তব হতে হবে। "বিশ্বাসে" বিরাট ফল লাভের দাবী করার লোভ আসতে পারে। অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতা আমাদের থাকতে হবে। কিন্তু লোকেরা যদি আবেগ-প্রবণভাবে জড়িত হয় এবং অবাস্তব কিছু আশা করে তবে খুব অচিরেই তারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে ও সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে কম সহযোগীতা আশা করা যায়। নেতা হিসাবে দাবী করার এবং অন্যদের আবেগ-প্রবণতার মধ্যে নিজেকে জড়িত করার আগে অবশ্যই তার বিশ্বাসের অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে। আপনি নিজেকে কোন লক্ষ্যের বাস্তবতা সম্পর্কে পরীক্ষা করতে পারেন। যদি আপনি আপনার অনুসারীদের, যারা আপনার সঙ্গে কাজ করেন তাদের তা জ্ঞাত করতে অথবা তার পরিমাপ করতে ইচ্ছুক হন। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যুক্তিসঙ্গত পরিশ্রমে আপনি তা লাভ করতে সক্ষম হবেন ?

বাধা সমূহকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। একজন নেতা যিনি তার লোকদের একটি প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেছেন, তিনি তার কোন কাজ খুব সোজা অথবা সেটিকে এলোমেলো করে দেখেন না। অধিকাংশ কার্যকারীরা সেই ধরনের নেতাকে প্রশংসা করেন যারা সমস্যাবলীকে স্বীকার করে তাদের সাহায্য ও পরামর্শের অনুরোধ করেন। যখন কোন কার্যকারী সমস্যা এবং সন্দেহের কথা বলে, নেতার উচিৎ হবে না সেটিকে সহজভাবে এড়িয়ে যাওয়া। কার্যকারীর

যে সমস্যাগুলি রয়েছে তা তাকে স্বীকার করতে হবে এবং তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে। অধিকাংশ কার্যকারীদের জন্য ইহা অধিকতর উপকারী হয়, যদি একজন নেতা এইভাবে বলেন "আমি জানি ইহা একটি কঠিন কাজ" কিন্তু যে নেতারা একথা বলেন "ওহ্ এসো, এটা ঠিক কঠিন কাজ নয়" হয়তো তিনি নিজেকে এভাবে প্রত্যাখ্যিত করবেন।

অজুহাতকে অবশ্যই গ্রহণ করা উচিৎ নয়। সৃষ্টির শুরু থেকে এদন উদ্যান থেকে মানুষের অজুহাত দেবার একটি ভাব রয়ে গেছে এবং তাদের সমস্যা ও ব্যর্থতার জন্য তারা শয়তানকে ও পরিস্থিতিকে দায়ী করেছে। যতবার সে একটি অজুহাত দেয় ততবার সে একটি দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে এবং এইভাবে সে নিজেকে তার স্থান ও বিশ্বাসের অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সুতরাং যখন আমরা অজুহাত গ্রহণ করি তখন আমরা দয়ালু হই না। আমরা নিজেরাই দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। গ্লাসারের মতে একজন দায়িত্বশীল নেতা নিজেই মানব-কল্যাণের মহান কাজ তার দায়িত্বে তুলে নেবেন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা দেবেন যাতে তারা নিজেই তার চরিত্র সম্পর্কে দায়িত্ববান হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির সেই ধরনের অনুভূতি থাকা প্রয়োজন যে সে কিছু লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ। অজুহাত তাকে বাস্তবতা এড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। এই কারণে সফলকামী হতে এবং মাণ্ডলিক জীবনে সাফল্য আনতে নেতা অবশ্যই কার্য সম্পাদনের মান নিরূপণ করবেন। যদি কোন ব্যক্তি অজুহাত দেখায়, তবে নেতা অবশ্যই বলবেন না "আচ্ছা সব ঠিক আছে।" তিনি অবশ্যই লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাবেন এবং নিরূপিত মান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চেষ্টা করবেন। এর জন্য ধৈর্য ও ভালবাসার প্রয়োজন ও নেতার ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ ঝুঁকিরও প্রয়োজন।

যে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করেছে তাকে পূর্ণ মর্যদা দিন। তাকে দেখিয়ে দিন যে তার উত্তম যোগ্যতা রয়েছে এবং সে উন্নতি লাভ করেছে। তারপর সঠিকভাবে প্রত্যাশিত বিষয় বর্ণনা করবেন। লক্ষ্য ও মান নিরূপণ করুন। সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিন, সে বিষয় তাকে

নিশ্চিতভাবে বলে দিন কিভাবে তিনি আগাবেন। তার সহিত প্রার্থনা করুন এবং তাকে জানান যে আপনি আশা করেছেন যে তিনি উদ্দেশ্য-সমূহ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন।

১২। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন। একটি বাস্তব ভিত্তিক উদ্দেশ্য বলতে কি বুঝায় ?

ক) যাহা নেতার বিশ্বাসকে প্রমাণিত করে।

খ) যাহা যুক্তিসঙ্গত কাজের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

গ) যাহা দলীয় যে কোন সদস্য অনুমোদন করেন।

১৩। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন। একজন নেতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে তার সহকর্মীদের সাহায্য করেন।

ক) কাজটি সহজ, একথা বলে।

খ) সন্দেহ ও সমস্যার কথা ব্যক্ত করে।

গ) তাহাদের সমস্যাবলীর উপলব্ধির মাধ্যমে।

১৪। প্রতিটি সত্য বাক্যকে চিহ্নিত করুন।

ক) বাস্তবভিত্তিক চিন্তায় বিশ্বাস উপাদানটিকে বিবেচনা করা হয় না। সুতরাং আপনি যখন লক্ষ্যগুলি স্থির করেন, তখন বিশ্বাস ছাড়া বাস্তবক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবে আপনার প্রত্যাশানুযায়ী তা দাবী করতে পারেন।

খ) বাস্তবভিত্তিক চিন্তায়, সমস্যা ও বাধাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয় এবং এগুলোর উপর বিজয়ী হতে প্রার্থনা এবং পরামর্শের অনুরোধ করা হয়।

গ) বাস্তবভিত্তিক চিন্তায়, অজুহাত সমূহ প্রত্যাখান করা হয় এবং একথাই বিবেচনা করা হয়, অজুহাত গ্রহণ করাই অন্যের কার্য-সম্পাদনের দায়িত্বহীনতাকে অনুপ্রাণিত করা।

ঘ) বাস্তবভিত্তিক চিন্তায়, দাবী করা হয় যে একজন নেতা তার অনুসারীদের কার্যের মান প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেগুলির পরিমাপ করাকে অনুমোদন করেন। তথাপি তিনি তাদের অজুহাত গ্রহণ করেন এবং পুনঃনিশ্চিত করেন যে তারা তাদের কাজ সঠিক ভাবে সম্পাদিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৬) বাস্তবভিত্তিক চিন্তায় লোকদের পরিশ্রমকে ও তাদের উত্তম গুণাবলীকে স্বীকৃতি দেওয়া ও তাদের অগ্রগতিকে স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকভাবে বিবেচনা করা হয়।

নেতারা তাদের নিজস্ব বাস্তবতার মুখোমুখি হন ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ জীবন-ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য ৫টি বাস্তব সত্যের অর্থ বর্ণনা করতে পারা।

নেতৃত্বের জন্য মূল্য দিতে হয়। বাইবেলের প্রতিটি উদাহরণে ইহাই আমাদের দেখানো হয়েছে। একমাত্র একটি ঘটনা যা যুক্তিসঙ্গতভাবে এই মূল্যকে সহজতর করা যায়। ইহাই একটি লক্ষ্য যাহা আমাদের পরিশ্রমকে পরিচালিত করে। খ্রীষ্টিয়ান নেতারা জানেন যে ঈশ্বরের বিশ্বজনীন পরিকল্পনায় তাদের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। তাদের লক্ষ্যই ঈশ্বরের লক্ষ্য। তবুও এমন সময় আছে যখন হতাশা এবং নিরাশা আসে। এদের অধিকাংশই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, বাস্তব চিন্তার ও প্রার্থনার মাধ্যমে উদ্ধার পাওয়া যায়। দ্বন্দ্ব ও সমস্যাবলী থাকবে। আমরা সফলভাবে এদের ক্রয় করতে পারবো না যদি না আমরা ইষ্টেরের মত সঠিকভাবে সমস্যা সমাধানের পথ গ্রহণ করি। নিম্নে কিছু বাস্তব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে।

১। নেতা সেবক, প্রভু নন ঃ এমন কি ব্যবসার জগতে নেতাদের এখন আর একজন "বস্" অথবা প্রধানরূপে বিবেচনা করা হয় না। তাহাকে একজন নির্দ্দেশক, পরিচালক, সাহায্যকারী বলা হয় যিনি পরিকল্পনা ও কর্মচারীদের সংগঠিত করেন। অনেক আগেই যীশু আমাদের এই ধরনের নেতৃত্বের আদেশ দিয়েছিলেন। সমগ্র খ্রীষ্টিয় ইতিহাসে সমস্ত মহান নেতারা এই আদর্শের অনুসরণ এমন কি তাদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন।

২। নেতা যাদের নেতৃত্ব দেন তারা তাদের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করেন ঃ একটি পাঠ্য সমীক্ষায় দেখা গেছে অধিকাংশ সফল নেতার জীবনে তাদের সাফল্যের উপাদানগুলি প্রায় একই। ইহা লক্ষ্য করা

গেছে যে বিভিন্ন নেতার বিভিন্ন ধরনের গুণাবলী ও বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিত্ব রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ খুব স্বৈরাচারী ও কেউ কেউ খুব গণতান্ত্রিক। এই পাঠে একটিমাত্র ঘটনা যা প্রত্যেকটি সফলকাম নেতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেটি হচ্ছে ঃ তারা প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রমী। তারা অনেক সময় কাজ ও পড়াশুনা করে কাটিয়েছেন এবং যারা তাদের জন্য কাজ করেন তাদের তুলনায় নিজেদের গঠনে তারা বেশী পরিশ্রম করেছেন।

৩। নেতাদের দোষারোপ ও সমালোচনা করা হয়েছে ঃ ইহা অবশ্য আশা করা হয়ে থাকে, কেউ কেউ আমাদের মনোভাব অথবা আমাদের পদ্ধতির সঙ্গে একমত হবেন না। অনেক ক্ষেত্রে আমরাও ভুল করে থাকি। আমরা আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকদের মঃনক্ষুণ্ণ করতে পারি। যদি আমরা এসকল গ্রহণ করি এবং তাদের প্রতিরোধ না করি ও খুব বেশী আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট না হই তবে সমালোচনা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হতে পারে। আমরা বাস্তবভাবে আমাদেরকে বিবেচনা ও ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে উন্নতির জন্য তার সাহায্য কমনা করতে পারি।

৪। নেতা একাকীত্বে ভোগেন ঃ যখন আমরা নেতাকে জনসমক্ষে দেখি তখন তাদের জনপ্রিয় ও সৌভাগ্যবান মনে হয়। কিন্তু ভাল নেতা যে কোন শ্রেণীর লোকদের থেকে আরো বেশী একাকী। আমরা অনেকেই অন্যের সঙ্গে আমাদের দুঃখ-কষ্টের বিষয় এবং সমস্যাবলীর কথা বলে থাকি। কাজের ক্ষেত্রেও লোকদের সঙ্গে আমরা এইরূপ করে থাকি। কিন্তু যখন প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন আমরা শুধু ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকি। আমাদের অবশ্যই অন্যদের আত্মপ্রত্যয় ও অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ। আমরা অবশ্যই মণ্ডলীর পরিচালনা কর্মকাণ্ডে আমাদের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের জড়িত করবো না। আমরা আমাদের সময় ও শক্তি এমনভাবে ব্যবহার করবো যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয় এবং তারা বুঝতেওপারে না।

৫। নেতা চাপে ভোগেন ঃ আমরা সময়ের চাপ অনুভব করি। যথেষ্ট কিছু করার থাকে। অন্যেরা আমাদের কাছ থেকে যা আশা

করেন তার চাপ অনুভব করি। অমারা যেভাবে দেখেছি মণ্ডলীর নেতৃত্বের স্থানের লোকেরা মধ্যম শ্রেণীর লোক। তাদের পালক অথবা অন্যান্য মণ্ডলীর কর্মকর্তারা দেখাশুনা করেন এবং তারা অন্যান্য দলের নেতৃত্ব দানের দায়িত্বে থাকেন। এতে করে তাদের উপর দ্বৈত চাপ পড়ে, একদিকে তারা অনুসারী ও অন্যদিকে তারা নেতা। এর ফলে আমরা অসমাঞ্জস্যতা অনুভব করি এবং ভুল সিদ্ধান্ত সকল গ্রহণের ভয় করে থাকি। আমরা চাই যেন লোকেরা আমাদের পছন্দ করে এবং তবুও আমাদের নেতৃত্বের স্থানে আমাদের দৃঢ়ীকৃত হতে হবে।

১৫। নীচের বিষয়গুলি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অর্থ প্রকাশ করে তাহা আপনার নিজের ভাষায় লিখুন। আপনার নিজের খাতায় উত্তর-গুলি লিখুন।

ক) নেতা সেবক, প্রভু নন।
খ) নেতা যাদের নেতৃত্ব দেন তাদের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করেন।
গ) নেতার দোষারোপ ও সমালোচনা করা হয়।
ঘ) নেতা একাকীত্বে ভোগেন।
ঙ) নেতা চাপ অনুভব করেন।

আমরা যাকে বাস্তববাদী চিন্তা বলছি সে ক্ষেত্রে খ্রীষ্টিয় লক্ষ্যের প্রকৃত অবস্থার সমস্যা ও বাধা সকলের গুরুত্ব বিবেচনা করার প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতার উপসংহার হচ্ছে আমাদের কাছে যা আশা করা হয়, সে বিষয়ে পূর্ণ ধারণা নিয়ে আমরা নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারি। তাহলে আমরা কখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করবো না অথবা এমন কোন ধরনের কিছু করবো না যার যোগ্য আমরা নই। সেই ধরনের আত্মনিয়োগ যা ইষ্টের করেছিলেন, যার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি না একটি মহৎ উদ্দেশ্যে আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করি এবং আমি এর প্রতিফল ও ভোগ করবো।

১৬। আমরা ইতিমধ্যে নেতৃত্ব সম্পর্কে যে পাঁচটি ঘটনা দেখেছি তার কোন কোনটাকে 'নেতৃত্বের দৈবঘটনা" বলা যেতে পারে, যেমন কঠোর পরিশ্রম এবং যেখানে নিয়মানুবর্ত্তীতার প্রয়োজন, সমালোচনা, দোষারোপ,

ভুল বুঝাবুঝির প্রত্যাশা করা এবং একাকীত্ব ও চাপের অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে। আমরা ইস্টেরকে যেভাবে দেখেছি, তিনি সর্ব্বোপরি ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এমন কি মৃত্যুর ঝুঁকিও নিয়েছিলেন। আপনার খাতায় লিখুন কেন আপনি নেতৃত্বের দ্বৈবঘটনা গ্রহণে ইচ্ছুক ?

পরীক্ষা ঃ

১। সত্য উক্তিটির পাশে দাগ দিন। ইস্টেরের গল্পে আমরা নেতৃত্বের চমৎকার একটি উদাহরণ দেখতে পাই, তা হোল —

ক) চরম ব্যক্তিত্বের ফলশ্রুতিতে ইহার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

খ) একটি ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্যই এর বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল।

গ) একটি প্রয়োজন মিটাতে এর বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল।

ঘ) জনপ্রিয় আবেদনের ভিত্তিরূপে এর আবির্ভাব ঘটেছিল।

২। ইস্টের ফলপ্রসূ নেতৃত্বের মহান নীতিসমূহ একটি দুর্যোগপূর্ণ সময়ে দেখেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, "আমি রাজার কাছে যাব..... যদি মরতে হয় তবে আমি মরবো.....। এর দ্বারা আমরা বুঝি—

ক) নেতা অবশ্যই প্রধান কারণ সমূহের সঙ্গে একাত্ম হতে প্রকৃত প্রস্তুত থাকবেন।

খ) নেতা অবশ্যই যে কোন মূল্যেই হোক না কেন দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবেন।

গ) নেতা লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে প্রস্তুত থাকবেন।

ঘ) নেতা অবশ্যই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে একাকী দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকবেন।

৩। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে মাত্র একটি বাদে সবগুলিই নেতৃত্বের সঠিক নীতি যাহা ইস্টের দেখিয়েছিলেন। সেটি কোন্ নীতিটি ?

ক) নেতৃত্বের এই অস্তিত্ব শুধু তার লোকদের স্বার্থের জন্যই থাকে।

খ) নেতা তার লোকদের কাজে লাগান, তাদের সামর্থকে লিপিবদ্ধ রাখেন এবং তাদের কাছে তথ্য পরিবেশন করে থাকেন।

গ) নেতা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তদনুসারেই তিনি তার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপগুলি নিয়ে থাকেন।

ঘ) নেতাকে সাহসিকতা ও মহত্বের সহিত কাজ করতে হলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪। ঈশ্বরের জন্য লোকদের মুক্তিই ছিল তার সমস্ত করণীয় বিষয়ের অভিষ্ট লক্ষ্য। এই ধরনের লক্ষ্যকে বলা হয়—

ক) প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য।

খ) কার্যকরী লক্ষ্য।

গ) কার্যকরী উদ্দেশ্য।

ঘ) অনুপ্রাণিত লক্ষ্য।

৫। ঈশ্বর তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে, তিনি অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অবতারণা করেছিলেন যাকে বলা হয় ঃ

ক) সাময়িক লক্ষ্যসমূহ।

খ) প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্যসমূহ।

গ) কাঠামোগত লক্ষ্যসমূহ।

ঘ) কার্যকরী লক্ষ্যসমূহ।

৬। আমাদের পাঠের বিষয়বস্তু অনুসারে, নিম্নের কারণগুলির মধ্যে একটি বিষয় দরকারী। সেইটি কোন্‌টি তাহা চিহ্নিত করুন।

ক) উদ্দেশ্য আমাদের সময়, শক্তি ও সম্পদ রক্ষা করে।

খ) উদ্দেশ্যসমূহ সহযোগীতাকে অনুপ্রাণিত এবং মূল্যায়নের জন্য একটি ভিত্তি রচনা করে।

গ) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা একটি সহজ কাজ।

ঘ) উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করার ফলে আমাদের বরদানসমূহ ও যোগ্যতা খুঁজে বের করা সহজ হয়।

৭। আমরা দেখেছি যে উত্তম উদ্দেশ্যসমূহের প্রাথমিক প্রভাব হচ্ছে ঃ

ক) সেগুলি কাজ সম্পাদন ও লোকদের মনোভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

খ) নেতার কাজকে সহজতর করে এবং সামান্যতম অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়।

গ) সম্ভাব্য অধিকতর কাজ করতে সাহায্য করে এবং অর্দ্ধেক সময়েই কাজ সম্পাদিত হয়।

৮। একজন আত্মনিবেদিত নেতার উপলব্ধি বর্ণনা করতে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়, তাহা তখনই প্রতিফলিত হয় যখন সে মণ্ডলীর প্রকৃত অর্থ বুঝে এবং সহজ ভাবে লক্ষ্যসমূহ উপলব্ধি করে এবং সেগুলি হচ্ছে ঃ—

ক) বাস্তববাদ। গ) স্বীকৃতি।
খ) দায়িত্ব। ঘ) প্রতিক্রিয়া।

৯। খ্রীষ্টিয়ান লক্ষ্যের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির গুরুত্বকে যখন একজন নেতা উপলব্ধি করেন, তখন তিনি যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া যান তাহা বর্ণনা করতে যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন, সেগুলি হচ্ছে ঃ—

ক) সম্ভাব্য চিন্তাসমূহ।
খ) খ্রীষ্টিয় আদর্শবাদ।
গ) বাস্তবমুখী চিন্তাসমূহ।
ঘ) মূল্যায়ন সচেতনতা।

১০। যখন একজন নেতা তার অনুসারীর সম্পাদিত কাজের ব্যর্থতার অজুহাতকে গ্রহণ করেন তখন প্রয়োজনীয় মান অনুযায়ী তিনি ঃ—

ক) খ্রীষ্টিয় বদান্যতা এবং তার নমনীয়তা প্রকাশ করেন।
খ) দেখান হয় যে দায়িত্বের থেকে দয়া প্রকাশ করা বেশী প্রয়োজনীয়।
গ) দেখান যে ভালবাসা সংঘাতকে এড়িয়ে যায়।

১১। নিম্নের বিষয়গুলির মধ্যে মিল দেখান, কিভাবে নেতা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সাড়া দেবেন।

১। নেতা সেবক, প্রভু নন।
২। যাদের নেতৃত্ব দেন তাদের চেয়ে নেতাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।
৩। নেতার সমালোচনা ও দোষারোপ করা হয়।
৪। নেতারা একাকীত্বে ভোগেন।
৫। নেতারা চাপে ভোগেন।

..... ক) নেতারা সর্ব্বদাই তাদের প্রভুতে নির্ভরতার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং নিজের পরামর্শ অনুসারে চলবেন।

..... খ) নেতা তার কাজ করার লক্ষ্যে নির্দ্দেশক, পরিচালক এবং সাহায্যকারীরূপে পরিচয় দেন।

.....গ) নেতা সেই সত্য উপলব্ধি করেন যে, তার মনোভাব এবং পদ্ধতি কোন এক সময় ভুল বোঝা হবে, সুতরাং তার লক্ষ্য হবে অনুসারীদের প্রতিক্রিয়াকে সূক্ষ্মভাবে না দেখা।

..... ঘ) নেতা উপলব্ধি করেন যে তার নেতৃত্বের প্রতি চাপ আসবে, কিন্তু তিনি একথাও জানেন যে ঈশ্বর তাকে তাঁর কাজের জন্য উপযুক্ত করবেন।

..... ঙ) নেতা অবশ্যই উপলব্ধি করেন যে তার সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করা অবশ্যই উচিৎ। যাতে যতদূর সম্ভব তিনি তার অনুসারীদের কাছে আদর্শ স্থাপন করতে পারেন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

৯। "আর যদি আমাকে বিনষ্ট হইতে হয় তবে হইব" (ইষ্টের ৪ ঃ ১৬)।

১। ক ৩) লক্ষ্য।
খ ১) নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট।
গ ৩) লক্ষ্য।
ঘ ২) কার্য।
ঙ ২) কার্য।
চ ১) নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট।
ছ ১) নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট।
জ ১) নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট।

১০। উত্তর, ক এবং গ সঠিক। খ হচ্ছে একটি বিপরীত ধর্ম্মী। রেবেকা প্রকৃত মুক্ত স্বাধীনতা উপলব্ধি করে নাই যেহেতু সে সত্যিকারে একটি লক্ষ্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে নাই। তার আবেগ আত্মোৎসর্গের ও তার আশার কোন লক্ষণ নয় যা তাকে স্বাধীনতার ধারণা দিতে পারে। উত্তর "ঘ" হচ্ছে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য একটি অনন্য অজুহাতের উদাহরণ স্বরূপ। আমাদের অবশ্যই একথা মনে রাখতে হবে ঃ ঈশ্বর যোগ্যতরদের আহ্বান করেন না বরং তিনি আহ্বানকে যোগ্যতর করেন।

২। ঈশ্বরের বাক্যের সাক্ষ্য শোনে নাই এমন অনেক লোক আছে।

১১। এই কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যদি আপনি ২৪-৩৬ পান, তাহলে একজন ফলপ্রসূ নেতার প্রয়োজনীয় কাজ করতে আপনি চেষ্টা করছেন। যদি আপনি ২৪-এর কম পেয়ে থাকেন তাহলে তালিকাটি আবার পড়ুন এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে জিনিষগুলো করতে শুরু করেছেন তা করুন।

৩। তিনি একটি প্রয়োজন দেখছেন এবং একজন নেতার অন্বেষণ করছেন যিনি এই কাজটি করবেন।

১২। খ) যুক্তিসঙ্গত পরিশ্রমের ফলে কাজটি করা যাবে।

৪। আপনার নিজস্ব উত্তর। আমার পরামর্শ হবে নিম্নরূপ ঃ ঈশ্বরের জন্য ঐ এলাকার লোকদের জয় করুন এবং তাদের উপাসনা করার জন্য একটি স্থান জোগাড় করে দিন।

১৩। গ) তাদের সমস্যাসমূহ উপলব্ধির মাধ্যমে।

৫। আপনার উত্তরের মধ্যে হয়তো এই বিষয়গুলো রয়েছে ঃ
১) এলাকাটি পরিদর্শনের জন্য কয়েকটি দল সংগঠিত করেছেন ঃ
২) একটি কমিটি গঠন করবেন যারা দালানের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবেন।

১৪। ক) মিথ্যা।

খ) সত্য।

গ) সত্য।

ঘ) মিথ্যা। (মান অনুযায়ী তার দক্ষতা প্রয়োজন এবং তিনি তাদের পরামর্শ ও সাহায্য দান করবেন যাতে প্রয়োজনীয় মান অনুযায়ী তারা চলেন)।

ঙ) সত্য।

৬। খ) আমাদের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে ছয়টি জানালার কাঠামো ঠিক করা।

১৫। আমার উত্তর থেকে আপনার উত্তর হয়তো ভিন্ন ধরনের হবে। কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে ঃ

ক) আমি নিজেকে একজন সাহায্যকারীরূপে বিবেচনা করবো, একজন দর্শক হিসাবে নয়।

খ) আমাকে অবশ্যই অন্যের কাছে এবং নিজের কাছে, নিয়মানুবর্তীতা, কার্যের মান এবং আত্ম-উন্নয়নের মাধ্যমে একজন নিবেদিত আদর্শ হতে হবে।

গ) অবশ্যই কোন কোন সময় লোকেরা আমাকে ভুল বুঝবে এবং হয়তো আমি দোষী ও সমালোচনার পাত্র হবো। যেখানে আমার ভুল রয়েছে, সেখানে অবশ্যই আমাকে সংশোধনের মনোভাব দেখাতে হবে এবং আমার উন্নতির জন্য অবশ্যই ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে হবে।

ঘ) একাকী থাকবো বলে আশা করতে পারি, তবুও আমি এই শূন্যতা দূর করতে ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাতে পারি।

ঙ) আমাকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, বিভিন্ন ধরনের চাপের মধ্যে দিয়ে আমাকে নেতৃত্ব দিতে হবে। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এই ধরনের চাপের পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে, সেগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবো।

৭। উত্তর ক ও গ সঠিক।

১৬। আপনার নিজস্ব উত্তর। সম্ভবতঃ অধিকাংশ নেতাই একমত হবেন যে তারা নেতৃত্বের সোপানকে মনোনীত করেছেন, যেহেতু তারা ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করার দর্শন লাভ করেছেন। যেন অন্যদের ভালবাসার দ্বারা জয় করতে পারেন। ঈশ্বরের এই আহবানের প্রতি সাড়া দিয়ে তিনি বললেন, "এই আমি আমাকে পাঠাও।" তারা সম্পূর্ণ একটি আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে, যেন কোন মূল্যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে ঈশ্বরের পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই ধরনের আত্মনিবেদনের ফলে, কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও তারা পরিতৃপ্তি খুঁজে পান এবং সত্যিকারের স্বাধীনতা খুঁজে পান। তদুপরি তারা প্রকৃত আত্মপ্রত্যয়ী হন যাহার উৎস ঈশ্বর।

৮। গ উত্তম লক্ষ্যসমূহ কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে।

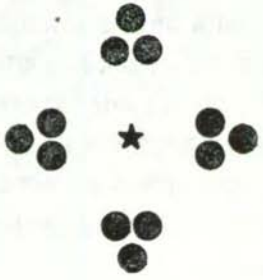

নোট